Litinfinite Journal
ISSN: 2582-0400 [Online]
CODEN: LITIBR
Vol-1, Issue-2 (December, 2019)
Page No: 37-44
DOI: 10.5281/zenodo.3959332
Interview

Interview of the famous female impersonator of Indian Theatre: Chapal Bhaduri

Supriyo Chakraborty
Publisher, Litinfinite Journal of Arts, Humanities and Social Sciences
Entrepreneur, Digital Marketing Strategist and Play director
Certified Google and Microsoft Analytic
Email Id: sreesup@gmail.com

Abstract:

The given interview delves deep into the performative and psychological aspects of a female impersonator. Chapal Bhaduri was born a boy and he had an enriched theatrical background in his home. In this interview he talks about his initial performance, the struggles of his later life, and his role-playing as a female impersonator. The area of gender studies and gender and performativity are replete with numerous nuanced variations in terms of understanding the impact on the actor/actress on stage. Alterations and changing roles played by a man who impersonates a woman on stage, is therefore, liable to have an expansive outreach altogether. In this interview, Bhaduri also laments the current condition of the Indian *yatra* and the different types of media that have taken a toll on the traditional forms of theatre.

Keywords: Female Impersonator, Indian English drama, Indian theatre, Performance Studies, Gender Studies

Chapal Bhaduri: Chapal Bhaduri is a legendary character in the field of Indian theatre and plays. He has been doing the role of a female impersonator in regional *Yatras* and folk theatres of Bengal. He was born into a family of theatre personalities –his father Tara Kumar Bhaduri and mother Prava Debi both were from theatre background. His voice has been bearing a female tenor and he has been working as a female impersonator in many of the prominent Indian regional plays. There have been multiple documentaries on him, and a renowned tele-film *Ushnotar Janye* has also paid tribute to this doyen of Indian regional theatre.

সাক্ষাৎকার: চপল ভাদুড়ি

চপল ভাদুড়ি বাংলা থিয়েটারে এবং সম্ভবত ভারতীয় থিয়েটারে সর্বশেষ জীবিত মহিলা চরিত্রাভিনেত্রী, যিনি একজন পুরুষ হয়েও মহিলা চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি বাংলা লোকনাট্যর একরূপ যাত্রায় মহিলা বেশ ধারণ করেছিলেন। ২০১০ সালে তিনি একটি বাংলা ছবি আরেকটি প্রেমের গল্পতে অভিনয় করেছিলেন।

তিনি কলকাতার কালী দত্ত লেনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নাট্যাভিনেতা তারাকুমার ভাদুড়ির এবং প্রেক্ষাগৃহের অভিনেত্রী প্রভাদেবীর কনিষ্ঠ সন্তান চপল ভাদুড়ি। পরে ১৯৩৯ সালে তাঁর পরিবার কলকাতার গোয়াবাগান এলাকায় চলে আসেন। তিন ভাই ও দুই বোন ছিল। অভিনেত্রী এবং সঙ্গীতশিল্পী, কেতকী দত্ত ভাদুড়ি তার কনিষ্ঠ বোন। মায়ের সহায়তায় তার অভিনয় জীবন মাত্র সাত বছর বয়সে শ্রীরঙ্গম থিয়েটারে [বর্তমানে উত্তর কলকাতায় অবস্থিত বিশ্বরূপা নামে খ্যাত] শুরু হয়েছিল যেখানে তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিন্দুর

Litinfinite Journal
ISSN: 2582-0400 [Online]
CODEN: LITIBR
Vol-1, Issue-2 (December, 2019)
Page No: 37-44
DOI: 10.5281/zenodo.3959332
Interview

ছেলে'-তে অপূর্বর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। পরে ১৯৫৫ সালে তিনি আলীবাবা নামক বাংলা থিয়েটারে অভিনয় করেছিলেন যেখানে তিনি মর্জিনার চরিত্রে রূপদান করেছিলেন।

আলীবাবায় একটি মহিলা চরিত্রে অভিনয় করার পরে তিনি বহু থিয়েটারে মহিলা চরিত্রে অভিনয় করেছেন। রাজা দেবিদাস, চাঁদবিবি, সুলতানাতে তাঁর অভিনীত 'রাজিয়া' এবং 'কৈকেয়ী' চরিত্রদুটি তখনকার সময়ে প্রবল জনপ্রিয় হয়েছিল। একসময় তিনি চপলরানি নামে বাংলার যাত্রায় শীর্ষস্থান দখল করেন। ১৯60-এর দশকে তিনি বাঙালি থিয়েটারের সর্বাধিক বেতনের 'অভিনেত্রী' ছিলেন। চপল ভাদুড়ি ১৯৫৮ সালে নাট্যকোম্পানীতে যোগদান করেছিলেন। ষাটের দশকের শেষের দিকে মহিলারা যখন প্রেক্ষাগৃহে অভিনয় শুরু করেছিলেন তখন তিনি আধুনিক প্রবণতা মোকাবিলায় নিজেকে একটি ভুল প্রান্তে পেয়েছিলেন এবং তাকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। এই সময়ে তিনি কমলা প্রোডাকশনের সাথে কাজ করেছিলেন। 2006 সালে নির্মিত একটি নাটক (অর্ধ-আত্মজীবনীমূলক) রমনিমোহনে তিনি পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করেন। চপল ভাদুড়ি সম্ভবত এমন একজন জীবিত নক্ষত্র, যিনি যাত্রা এবং নাটকের মঞ্চে সমান ভাবে নিজের প্রতিপত্তি বিস্তার করতে পেরেছেন একজন মহিলা চরিত্রাভিনেত্রী হয়ে, যদিও বাস্তবে তিনি একজন পুরুষ। চপল ভাদুড়ির সাথে একান্ত আলাপচারিতায় কিছু প্রশ্ন-উত্তর উঠে এসেছে এখানে, যেগুলো কিছু ইতিহাস বহন করে। চপল ভাদুড়ীর সাথে সাক্ষাৎকারে শ্রীতন্বী এবং সুপ্রিয় চক্রবর্তী।

"আমি চেয়ার ছাড়তেও পারি, আবার দখলও করতে পারি"…চপল ভাদুড়ি শ্রীতন্বীকে নিজের চেয়ার এগিয়ে দিয়ে নিজের বসার জায়গা ছেড়ে দিলেন। এরপর নিজের সম্পর্কে প্রশ্ন করাতে, তিনি বলতে শুরু করলেন তার বাল্যকাল, কৈশোর, এবং কি ভাবে তিনি চপল ভাদুড়ি থেকে হয়ে উঠলেন চপলরানী।

শ্রীতন্বীঃ প্রথম অভিনয়ের অভিজ্ঞতা কিরকম ছিল? মনে আছে এখনো?

চপল ভাদুড়ীঃ ১৯৪৬ সালে বিশাল দাঙ্গা হয়েছিলো, দেশ ভাগ হয়ে গেলো। পূর্ববঙ্গ হয়ে গেলো পূর্ব-পাকিস্তান, আর এটা পশ্চিমবঙ্গ। ১৯৪৬ সালে, ১৬ই জুলাই, বুধবার, তারিখ আর দিনটা আমার এখনো মনে আছে। এই দাঙ্গার সময় বহু বনেদী পরিবার কলকাতা ছেড়ে চলে গেলো মধুপুর, গিরিডি এবং অন্যান্য জায়গায়। আমার নাটক দেখতে খুব ভালো লাগতো। বুঝতাম কতটুকু তা জানি না, কিন্তু দেখতাম, আর ভাবতাম আমিও যদি এরকম করতে পারতাম! কত গহনা, কত সাজপোশাক, তখন ঐতিহাসিক নাটকগুলো বেশি হতো। শরৎচন্দ্রের অনেক নাটক তখন হয়েছে। "বিন্দুর ছেলে" নাটকটিতে তখন তিনটে চরিত্র হতো, শিশু, বড় বয়স এবং বুড়ো বয়স। আমার বোন কেতকী দত্ত তখন প্রথম অভিনয় করে এই বড় বয়সের ছেলেটির চরিত্রে। পরে ওর চেহারা তাড়াতাড়ি বিকশিত হওয়ারফলে ওকে গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজউদৌল্লা' নাটকে লুৎফন্নেসা করতে হয়। সিরাজের চরিত্রে অভিনয় করেছিলো আমার ছোট কাকা মুরারিমোহন ভাদুড়ি|

তখন এতবার 'বিন্দুর ছেলে দেখেছি যে পুরো নাটকটা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো। তখন রবিবার দুটো শো হতো, তিনটের সময় আর সাড়ে-ছটায়। শনিবার একটা আর বৃহস্পতিবার একটা করে শো হতো। একদিন দুপুরবেলা নাটকের একজন এসে বললেন "চলো, তোমাকে তোমার মা ডাকছেন।" "আমি জিজ্ঞেস করলাম মা ডাকছে কেন? আমি তো বাড়িতেই আছি, নাটক দেখতে যাইনি।" নাটক দেখা মা পছন্দ করতেন না। তখন সাবিত্রীদেবী নাটকে অভিনয় করতেন। আমাকে দেখে মাকে বললেন এই দেখো টুকু এসে গেছে। আমার ডাকনাম টুকু। মা বললেন- "কিরে, রোজ তো নাটক দেখিস, আমার কথা শুনিস না, বিশেষ করে এই নাটকটা বারবার দেখিস। জানিস, ছোট অমূল্যর পার্টটা যে করে, সেই ছেলেটি আজ আসেনি। তুই করতে

Litinfinite Journal
ISSN: 2582-0400 [Online]
CODEN: LITIBR
Vol-1, Issue-2 (December, 2019)
Page No: 37-44
DOI: 10.5281/zenodo.3959332
Interview

পারবি?" আমি বললাম-"হ্যাঁ, পারবো"। তখন আর ১৫ মিনিট বাকি শো শুরু হতে। বিন্দু মানে, সাবিত্রীদেবী স্টেজে উঠলেন, তার প্রথম সংলাপ-"দিদি, ও দিদি, আজকে বুঝি অমূল্য প্রথম পাঠশালায় যাচ্ছে?" অন্নপূর্ণা বললো-"হ্যাঁ, ঠাকুরঝি ওকে আজ থেকে পাঠশালায় পাঠাচ্ছি|আশীর্বাদ করো, যাতে ও মানুষ হয়।"

এবার আমার সংলাপ। কিন্তু সব ভুলে গেলাম, সামনে দর্শক দেখে মনে হচ্ছে যেন পুরী'র অন্ধকার সমুদ্র। কি রকম একটা লাগছে, মনে হচ্ছে বিরাট ঢেউ, চারিদিক অন্ধকার। আমি বলে উঠলুম–"তুমিও চলো না ছোটমা"। তখন একজন বড় অভিনেতা ছোট অভিনেতাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারত, এখন কোন অভিনেতার সেই ক্ষমতা নেই। এরপর, স্মারক যা বলতে থাকলো, আমিও সেই মতো বলতে লাগলুম। এই আমার প্রথম অভিনয়। এরপর, মাকে বললাম নাটক দেখতে যাবো, কিন্তু মা বারন করলেন। বললেন-"যা পেয়েছো, অনেক পেয়েছো।" বললাম- "কি পেলাম মা?" বললেন "তুমি বড় হও, তখন বুঝতে পারবে কি পেলে বা কি না পেলে।" আমার ভালো লাগছিলো না। তখন আমার ন-কাকা আমাকে ডাকলেন। আমার বাবা-কাকারা ছিলেন নয় ভাই, সবাই এই কাজের মধ্যে যুক্ত। ন-কাকা বললেন-"টুকু এদিকে যায়, এই ভাউচারটায় সই কর। আমি তখন অনেক ছোট, সই করতে হয় কি করে বুঝি না। বললেন আমার নামটা লিখতে। লিখলাম -"চপল ভাদুড়ী"। □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□ ওই পাঁচ টাকাটা আমার জীবনের প্রথম উপার্জন।

মা ফিরে এসে বললেন, আমার অভিনয় ভালো হয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম- "তাহলে বৃহস্পতিবার যাবো তো?" বললেন- "সে পরে দেখা যাবে"। □□□□□□ □□ □□□□□- "□□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□ দোকানে মদের গেলো। হয়ে খারাপ মন খুব "এসেছে। ফিরে সে ,করছিলো পার্ট অমূল্যর যে , এ যদি কাউকেকবার মদ খাইয়ে দাও, তাহলে সে মদ ছাড়া থাকতে পারে না, বারবার সেই নেশাটা করতে চায়। অভিনয়ের নেশাটাও অনেকটা সেইরকম। দর্শকদের খুশি করার নেশা, চমক দেওয়ার নেশা। পরেরদিন আমি আবার অভিনয় দেখতে চলে গেলাম।তখনতো আমাদেরই সব, আমি বক্সে বসে নাটক দেখতে লাগলাম। মা রাগ করলেন, বললেন - "তুমি এলে কেন, বারণ করেছিলাম না?" বললাম- "মনটা ভালো লাগছিলো না।" মা বললেন - "ঠিক আছে, এইখানে নিচে বসে দেখো|" মা আমাকে চোখের আড়াল করতেন না। তখন আমার বয়স সাত।

তখন মা অনেক নাটক করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শেষরক্ষা, এবং বহু পৌরাণিক নাটক। আমি সেগুলোকে গ্রামাফোনে চালিয়ে চালিয়ে শুনতাম। আমার তো সেইরকম কোনো বন্ধু-বান্ধব ছিল না। ক্রিকেট, ফুটবল খেলা দেখতুম, আমার প্রিয় খেলা ছিল ফুটবল। কিন্তু কোনোদিন খেলিনি। ফুটবল পছন্দের খেলা হলেও, ক্রিকেটের অধিপতি সৌরভ গাঙ্গুলীকে আমি মনে মনে খুব পছন্দ করি। দুঃখের বিষয়, তাকে কোনোদিন আমি চাক্ষুষ করতে পারলুম না। ওনার প্রতি আমি খুবই আকৃষ্ট।

শ্রীতন্বীঃ অমূল্যর পরে আপনার দ্বিতীয় নাটক কবে মঞ্চস্থ হলো?

চপল ভাদুড়ি: ১৯৪৭ সালে, ১৫ই অগাস্ট দেশ স্বাধীন হলো। সেদিন দেশের প্রতিটি কোনা, এমনকি থিয়েটার বোর্ডগুলোও সাজানো হয়েছিল। ফুলের ব্যবহার তখন তেমন ছিলো না, আমরা কাগজের শিকলি বানিয়ে সাজাতাম। আমি পড়তাম টাউন স্কুলে, এই শ্যামনগর স্ট্রিটে। সেদিন দেশে উৎসবের মেজাজ, চারিদিকে গান

Litinfinite Journal
ISSN: 2582-0400 [Online]
CODEN: LITIBR
Vol-1, Issue-2 (December, 2019)
Page No: 37-44
DOI: 10.5281/zenodo.3959332
Interview

চলছে, হিন্দী গান নয়। তখন বিখ্যাত গায়ক সত্য চৌধুরীর গান "পৃথিবী আমাকে চায়" খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। গিরি চক্রবর্তী অনেক গুলো কাজী নজরুল ইসলামের গান গেয়েছিলেন। স্বাধীন দেশে অনেক থিয়েটার খুলতে লাগলো, কিন্তু আমার আর কিছু হলো না। আমি বাড়িতে বসে পড়াশুনো করছি। বাংলা ভাষায় দক্ষতা ছিলো, ইতিহাস এবং বিজ্ঞানেও ভালই ভালো ছিলাম। কিন্তু অঙ্কে একেবারে মাটি। এই সময় মা দল ছাড়লো। মা ৫০ টাকা পেতো মাসে। শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে বলেছিলেন আরো ৫০ টাকা বাড়াতে। কিন্তু তখন ওনার আর্থিক অবস্থা পরিবর্তন হচ্ছে। উনি মাকে বললেন, উনি আর টাকা বাড়াতে পারবেন না। কিন্তু মা অন্য কোনো দলে যোগ দিতে পারে, রেবা মায়ের জায়গাটা চালিয়ে দিতে পারবে।

রেবাদেবী মায়ের সমকক্ষ না হলেও, অনেকটা মায়ের মতো অভিনয় করতেন। তখন ছবি বিশ্বাস মিনার্ভা থিয়েটার লিজ নিলেন পাঁচ বছরের জন্য। যদিও উনি এক বছরের বেশি চালাতে পারেননি। সেই সময়, ছবি বিশ্বাসের "উদয় সিংহ" নাটকে আমি করলাম উদয় আর মাধু, অর্থাৎ মাধবী করলো কনক। সেই থেকে মাধবীর সাথে আমার খুব বন্ধুত্ব, যা এখনো অটুট। মাধুকে এখনো দেখা হলে জিজ্ঞেস করি, মনে আছে মাধু, তমলুকে অভিনয় করতে গিয়ে কিরকম আমার গলায় ফাঁস লেগে গিয়েছিলো?

শ্রীতন্বীঃ এই নাটকটির প্রথম অভিনয় কি তমলুকে হয়?

চপল ভাদুড়ি: না, প্রথম মঞ্চস্থ হয় মিনার্ভাতে, পরে তমলুক এবং অন্যান্য জায়গায় শো হয়। এই ধাত্রীপান্নায় অভিনয় করতেন তখনকার দিনের বিরাট অভিনেত্রী সরযূবালা দেবী। বনবিবীর পার্ট করতেন ছবি বিশ্বাস, আমার বোন চম্পা বলে একটা ছোট চরিত্র করতো। আর আমার মা করতেন বনবিবীর মায়ের চরিত্র, খুব ডার্ক পার্ট|

একদিন সরযূমাকে বলতে শুনেছি (তখনকার দিনে, সিনিয়র অভিনেত্রীদের আমরা মা বলে ডাকতাম), তিনি আমার মাকে বলছেন - "দিদি আমি কিন্তু তোমার চোখ দুটো গেলে দেবো, নয়তো খেয়ে নেবো। কারণ তুমি এমনভাবে সংলাপ বলো, আমি দেখতে পাই যে, তোমার দু-চোখে আগুন জ্বলছে।"

এরপর ছবি বিশ্বাসের দল এক বছর পরে বন্ধ হয়ে যাওয়াতে, মা "রঙমহলে" এলেন। ১৯৫০ সালে মা রঙমহলে এলেন, আর ওই সালেই মা সরোজবাবুর "নিষ্কৃতি" করলেন। আমার ভাগ্য খুলে গেলো। এই নাটকে আমি শৈলজার, অর্থাৎ সতীনের ছেলের পার্ট করলুম। এই নাটকে সুখেন দাস অতুলের চরিত্র করতেন। ভালো চলেছিলো নাটকটা, পুজোর সময় টানা চারদিন শো হতো। এরপরে, ১৯৫২ সালে "সেই তিমিরে" বলে একটি নাটক করলাম। সাতটা বৌ, তাদের স্বামীদের ঔদ্ধত্ব সহ্য করতে না পেরে, সংসার ছেড়ে একটা মেস-বাড়িতে থাকবে। সেই মেসবাড়ির ঝিয়ের পার্ট করতো আমার মা, কমেডি চরিত্র। ১৯৫২ সালের ৬ই নভেম্বর এই নাটকটির পুনঃপ্রকাশ হলো। মা তখন গণনাট্য সংঘে যোগ দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু কোনো এক কারণে মা সেদিন অভিনয় করতে পারলো না। ৮ই নভেম্বর সকালে মায়ের চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেলো। মা সকালে কাজের লোককে চা বসাতে বলে পান মুখে দিয়ে বসেছে। আমাদের পরিবারে পানের খুব চল ছিলো, আর ছিল পানীয়। ভাদুড়ি পরিবারকে লোকে পানীয় বংশ বলে চিনতো। মা বাবাকে বললেন - "আমার শরীর খারাপ লাগছে, ছোটুকে ডাকো, ছোটু আমার ছোটদি। মা খুব ছটফট করতে লাগলো, আমি বুঝতে পারলাম না, ভাবলাম মা কি অভিনয় করছে? ওই প্রথম মৃত্যু দেখা আমার চোখে, নিজের মায়ের মৃত্যু। সবাই কান্নাকাটি করছে, বলছে মা নেই। কিন্তু আমার কোনো কান্নার বেগ এলো না। আমার মা মরে যাবে? সে কি করে হয়? মাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে অনেকে এসেছিলেন, কাননদেবী তাদের মধ্যে একজন| আমি তখন কাননদেবীকে

Litinfinite Journal
ISSN: 2582-0400 [Online]
CODEN: LITIBR
Vol-1, Issue-2 (December, 2019)
Page No: 37-44
DOI: 10.5281/zenodo.3959332
Interview

দেখতে ব্যস্ত। মাকে সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। সবাই জোর করে আমাকে দিয়ে মুখাগ্নি করালো, মায়ের মুখটা আমার সামনে পুড়ে যাবে এটা দেখতে দেখতে আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম। শুধু বলতে লাগলুম, মা চলে গেলো, অন্নপূর্ণা চলে গেলো।

পড়াশুনা বেশিদূর হলো না, খেলাধুলো করতাম না, বন্ধু-বান্ধব বিশেষ ছিলো না। গান গাইতাম, লতা মঙ্গেশকর আমার প্রিয় শিল্পী। সারাদিন কাটতো বাড়ির কাজকর্ম করে, বাজার করা, ছাই-খোল দিয়ে বাসন মাজা, জল তোলা। মায়ের কাছে তো অভিনয় শিখতে পারিনি, তাই মায়ের অভিনয়ের ছবিগুলো দেখে পরবর্তীকালে শেখার চেষ্টা করেছি।

তখন আমার পনেরো বছর বয়স। সংসারটা ভেঙে গেলো, আমার বড়-জামাইবাবু আমাকে বললেন - "কিরে কিছু করতে হবে তো? না হলে চলবে কি করে?" বললাম- "আমি তো লেখাপড়া কিছু করিনি, কি করবো জামাইবাবু?" উনি বললেন, তোর দ্বারা কোনো কাজ হবে না। বললেন - "মর্জিনার পার্ট করবি?" বললাম- "সে কি করে সম্ভব? আমি তো পুরুষ, আমি কি করে নারীচরিত্র করবো?" উনি বললেন - "ঠিক পারবি। তোর কন্ঠ ভালো, তোর গলা, নৃত্য-এসব কাজে লাগাবি। অভিনয় করবি। বাকি ডিরেক্টর শিখিয়ে দেবে। যদি করিস তাহলে তোর ইস্টার্ন রেলওয়েতে একটা চাকরি হবে।" ওনার কথা মতো জ্যোতিদার কাছে গেলাম, উনি ডিরেক্টর ছিলেন। উনি আমাকে দেখে আমার জামাইবাবুকে বললেন - "এই কাকে এনেছিস পঙ্কজ, রোগা, পাতলা, কালো, এ কি করতে পারবে? উনি আমাকে একটা গান গিয়ে বললেন, "ভালোবাসি তাই ভালোবাসিতে আসি"। □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ -"□□ □□□□□ □□□□ □□□?" □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□? □□□ □□□□□ পেট চালিয়ে কোম্পানি ড্রেস এই এখন করতাম। পার্ট ফিমেল আগে আমরাও ?তোকে বলবো কি"- "চালাই। আমাকে মেকআপ করে দিলো, পোশাক পরিয়ে দিলো, লাল টকটকে ইরানি পায়জামা। ন্যাকড়া দিয়ে দুটো বল বানিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে আমার ব্রেস্ট তৈরী করা হলো। সোনার গহনা পরালো। বাঁদীরা সোনার গয়না আর বেগমেরা হীরের গয়না পরতো| নিজেকে আয়নায় দেখে চিনতে পারলাম না। দেখলাম আমার পিছনে অনেক কম বয়সী ছেলেরা দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে। ওদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে আমাকে বললো - "খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে। কিন্তু গোলাপ ফুলটা লাগালেনা না কেন?" কোথা থেকে একটা গোলাপ এনে আমার খোঁপায় পরিয়ে দিলো সেই ছেলেটি।

এই মর্জিনা করে ৫০ টাকা পেলাম। এরপর রেলে কাজ পেলাম চেনম্যান হিসেবে। একদিন অফিসের একজন এসে বললেন আমাকে নাকি টাইপ সেকশনে ডাকছে। গিয়ে দেখি সেই ছেলেটা, যে লাল গোলাপ পরিয়ে দিয়েছিল আমাকে। বললো-"তোমাকে ঐসব কাজ করতে হবে না। রোজ দুপুরবেলা সময় করে টাইপ সেকশনে চলে আসবে, টাইপ শিখবে। পরে আমরা তোমাকে টাইপ সেকশনে নিয়ে নেবো। কিন্তু তাও আমার দ্বারা হলো না।

সুপ্রিয়: আপনি রুপান্তরকামী, নারী, না পুরুষ? নিজেকে কি বলে পরিচয় দিতে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন?

চপল: আমি পুরুষ। কিন্তু মেকআপ করার পরে, যখন আমি চুল আর মেয়েদের পোশাক ধারন করি, তখন আর নিজেকে পুরুষ বলে ভাবতে পারি না। এমনকি তখন কোনো পুরুষের দিকে আমি তাকাইওনা, কারণ আমি পুরুষদের চোখের ভাষা পড়তে পারি তখন|

Litinfinite Journal
ISSN: 2582-0400 [Online]
CODEN: LITIBR
Vol-1, Issue-2 (December, 2019)
Page No: 37-44
DOI: 10.5281/zenodo.3959332
Interview

সুপ্রিয়: উত্তমকুমারের সাথে আপনার পরিচয় কি ভাবে?

চপল: ১৯৬৮ সালের ঘটনা। রবীদ্রসদনে মাইকেল মধুসূদন নাটক হচ্ছে। আমি জাহ্নবীর পার্ট করছি। তখন আমার বয়স ৩০-৩২ হবে। নাটকটার ডিরেক্টর ছিলেন স্বপনবাবু। জাহ্নবী আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র। লালপাড় শাড়ি, সোনার গহনা, নাকছাবি, চুনী-পান্না দিয়ে সাজানো হয়েছিল আমাকে। নাটকটিতে খুব ছোট পার্ট ছিল আমার। মাইকেল যখন খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছে, শেষ দৃশ্যে জাহ্নবীর পুত্র হারানোর বেদনায় দুচোখ দিয়ে জল পড়ছে, আর কঠিন কষ্টের জন্ম নিচ্ছে আমার দুচোখে। পরে জাহ্নবী পাগল হয়ে গেলো, এবং কারো মা ডাক শুনলেই ভাবতে লাগলো তার পুত্র মধু তাকে ডাকছে। শেষ সংলাপে রূপনারায়ণ দত্তকে জাহ্নবী বলছে -"কে গান শোনাবে? নয়ন? নয়ন তো অন্ধ হয়ে গেছে।" এই বলে জাহ্নবী নিজের আঁচল কে মধু ভেবে বলতে লাগলো -"আয় চাঁদ, আয় চাঁদ টিপ দিয়ে যা।।।" এই বলে জাহ্নবী চিৎকার করে স্টেজে পড়ে গেলো, মৃত্যু হলো জাহ্নবীর।

এই দৃশ্য দেখে উত্তমবাবু আমাকে ডেকে পাঠালেন। উনি জানতেন না, জাহ্নবী একজন পুরুষ। আমাকে দেখে এক ভদ্রলোককে বললেন - "এ না, জাহ্নবীকে ডাকো"। □□□ □□□□□ - "□□ □□হ্নবী, চপলরানী, কেতকী দত্তের ভাই"। □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ - "□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□?" □□□ □□□□□, □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ তো বুকে এই ?আমি বুকে কার , সাবিত্রীর, সুপ্রিয়ার, সুচিত্রার থাকার কথা। উনি বললেন - "কি চাও তুমি? বলো কি চাও আমার থেকে?" আমি বললাম, কিচ্ছু না, শুধু আশীর্বাদ করুন যাতে এরকম ভাবে অভিনয় করে যেতে পারি।

সুপ্রিয়: নাটক থেকে শুরু করে যাত্রায় এলেন কেন?

চপল: দুবছর রেলে কাজ করেছিলাম, কিন্তু সেখানে শুধু অভিনয় করতে হয়েছে, কাজ বিশেষ কিছু করতে হয়নি। তারপর সত্যব্রত রায় আমাকে একদিন বললেন শৌখিন অভিনয় করবি? দেওঘরে অভিনয় করতে যাচ্ছি, পুজোর সময়। 'সম্রাট অশোক' মঞ্চস্থ হলো। তখন বনফুল নামের একটি ছেলে এসে আমাকে বললো - "বিশাখা যাত্রাদলে কাজ করবে?" সে প্রথম আমাকে যাত্রাদলে কাজ করবার প্রস্তাব দিলো। বনফুলের আসল নাম কানাই দাস।যাত্রাদলে সবার নাম পরিবর্তন করা হতো। ওদের দল থেকে ছবিরানী চলে গিয়েছিলেন। আমি ছবিরানীর জায়গা নিলাম। ১০০ টাকা মাইনে। কিন্তু আমার নাম কোনো পালায় পড়তো না। পরে সূর্যবাবুকে বললাম শিলিগুড়িতে - "সবাই বলছে আমি ভালো অভিনয় করছি, তাতেও আমার নাম পড়ছে না কেন?" পরে 'রমণীমোহন' করে আমি প্রথম স্বীকৃতি পেলাম। ১৯৬০ সালে আমাকে নিতে ব্রজেন্দ্রকুমার দে আমাকে নিয়ে "চাঁদবিবি" করলো। এই চাঁদবিবি করে চপলরানীর নাম সবাই জানতে পেলো। এরপর রাজিয়া সুলতানা করলাম ১৯৬৬ সালে।

সুপ্রিয়: সিনেমা করতে ইচ্ছে হয়নি কখনো?

চপল: একজন পুরুষকে সিনেমায় নারীচরিত্রে নেবে কেন? সিনেমায় সেরকম সুযোগ কোথায়? রাজিয়া সুলতানা করার পরে নাট্যকোম্পানির সাথে আমার মতবিরোধ হয়, পরে আমি অন্য দলের হতে মধুসূদন

Litinfinite Journal
ISSN: 2582-0400 [Online]
CODEN: LITIBR
Vol-1, Issue-2 (December, 2019)
Page No: 37-44
DOI: 10.5281/zenodo.3959332
Interview

করি। 'উপল ভাদুড়ী' নামে একটি নাটক আমার জীবন অবলম্বনে করা হয়েছে। আমার যৌবনের পার্টটা করেছে রঞ্জন ঘোষ। আমার সাথে সমান তালে অভিনয় করার মতো ক্ষমতা একমাত্র রঞ্জন ঘোষের আছে। এমনকি কোনো মেয়েও চপলরানীর মতো অভিনয় করতে পারবে না। পরে যাত্রায় মেয়েরা আসতে শুরু করলো, আর আমার কদর কমতে শুরু করলো। ছয় হাজার টাকা মাস মাইনে পেতাম, সেটা পরে কমতে কমতে ৩৫০ টাকা হলো।

সুপ্রিয়: ষাটের দশকে চপলরানী মঞ্চ কাঁপাচ্ছে, কিন্তু আপনার কোনোদিনও মনে হয়েছে সমাজ আপনাকে পুরুষ নয়, নারীরূপে বেশি গ্রহন করছে?

চপল: আমি কোনোদিন কোনো বাধার সম্মুখীন হইনি। আমি যেহেতু কেতকী দত্তের ভাই, মায়ের ছেলে, কমল দত্তের ভাই, তাই পাড়ায় কোনো অসুবিধে হতো না। সবাই মাঠে খেলতো, আমি দেখতাম।

সুপ্রিয়: খেলাধুলো করলেন না কেন? ছোটবেলা থেকে feminine ছিলেন বলে?

চপল: মনে হয়। আমি ঘরটাকে বেশি ভালোবাসতাম। পুতুলখেলা, রান্নাবাটি বেশি ভালোবাসতাম। ফুটবল বা ক্রিকেট নয়।

সুপ্রিয়: স্টেজে চপলরানীকে দেখে বিবাহিত পুরুষদের কি তাদের স্ত্রীয়েরা আড়াল করার চেষ্টা করতেন?

চপল: টিটুদা ছিলো আমার দাদার বন্ধু। যাত্রায় ব্যস্ত থাকার কারণে ওর বিয়েতে যেতে পারিনি। একদিন ছোটদি বললো টিটুদা আমাকে নাকি খুঁজছে। সন্ধ্যাবেলা টিটুদা বাড়িতে এসে বললো - "কিরে, তুই আমার সংসারটা এরকম ভাবে ভেঙে দিবি?" আমি তো অবাক। জিজ্ঞেস করলাম কি ব্যাপার। বললো, টিটুদা আমার সাথে তোলা একটা ছবি আলমারিতে রেখে দিয়েছিলো। মনে মনে ভেবেছিলো, কোনোদিন বিয়ে করলে ওর বৌ এরকম দেখতে হবে। সেই ছবি দেখে ওর নতুন বৌ ওকে এখন ছেড়ে দিতে চাইছে। আমি বললাম, তোমার বাড়ি যেতে পারবো না। তুমি বৌদিকে নিয়ে আমার যাত্রা চাঁদবিবি দেখতে এসে, আর পালা শেষ হলে গ্রীনরুমে আমার সাথে দেখা করে যেও। পালা শেষে বৌকে নিয়ে টিটুদা গ্রীনরুমে এলো। আমি তখনও আমার পোশাক ছাড়িনি। বৌদিকে জিজ্ঞেস করলাম কি ব্যাপার? কেমন আছেন? উনি বললেন- "কেন এরকম করলেন আমার সাথে? আমার জীবনটা শেষ করে দিলেন?" আমি তখন মাথার চুলটা খুললাম। উনি দেখে অবাক। বললাম, যান এবার আমার দাদাকে নিয়ে রাত্রিটা শান্তিতে কাটান।

সুপ্রিয়: শিশির কুমার ভাদুড়ির বংশধর হয়ে, মহিলা চরিত্রে অভিনয় করলেন। নাট্য-জগৎ থেকে বঞ্চনার শিকার হতে হয়নি?

চপল: সেরকম অসুবিধের মুখে পড়িনি কখনো। কিন্তু আমার পরিবারের একজন আমাকে এক সময় অনেক অপমান করেছেন। উনি আজ নেই। কিন্তু আমি তো লন্ডন-কানাডা সব দেশে অভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করেছে। আমি যা পেয়েছি, সেটা অন্য কেউ পায়নি।

সুপ্রিয়: চপলরানী তৈরী করার পেছনে কার অবদান সবথেকে বেশি?

Litinfinite Journal
ISSN: 2582-0400 [Online]
CODEN: LITIBR
Vol-1, Issue-2 (December, 2019)
Page No: 37-44
DOI: 10.5281/zenodo.3959332
Interview

চপল: তিনজন, মাখনলাল খট্টর, সূর্য কুমার দত্ত আর ব্রজেন্দ্রকুমার দে। ওনারা না থাকলে আজ চপলরানী থাকতো না। "খোলা জানালা, বন্ধ চোখ" বলে একটি নাটক করেছিলাম, ভর্গনাথ ভট্টাচার্য ডিরেক্টর ছিলেন। ৩০ বছর ধরে একজন পুরুষ নারী চরিত্রে অভিনয় করে, শেষ দৃশ্যে সে বলছে- "আমি সেই জ্বলন্ত ব্যাধির শিকার, যার জন্ম আমি দিইনি|"

এই বলে নিজের সব আবরণ এক এক করে খুলে ফেলছে সে, আর ধীরে ধীরে পুরুষ রূপ ধারণ করছে…

Note: This is an interview conducted in Bengali and there is no citation or works cited required. It is a live interview taken by Supriyo Chakraborty, Publisher of Litinfinite Journal.